রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮–৪৯): উদ্দেশ্য ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়

---

১. ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে **রাধাকৃষ্ণন কমিশন** গঠিত হয়। এই কমিশন ভারতীয় উচ্চশিক্ষার প্রথম জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কমিশন হিসেবে পরিচিত। স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষার নতুন রূপরেখা প্রণয়নই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এই কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ছিল **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University)**।

---

২. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের পরিচয়

- **পুরো নাম**: University Education Commission
- **গঠনকাল**: ১৯৪৮–১৯৪৯

- **চেয়ারম্যান**: ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
- **প্রতিবেদন প্রকাশ**: ১৯৪৯

☞ কমিশনটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য ও মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়।

---

৩. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের উদ্দেশ্য

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

৩.১ উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা
- কেবল ডিগ্রি প্রদান নয়, প্রকৃত জ্ঞানচর্চা নিশ্চিত করা

৩.২ শিক্ষা ও জাতি গঠনের সম্পর্ক স্থাপন

- শিক্ষা যেন জাতি গঠনের হাতিয়ার হয়
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনার বিকাশ

৩.৩ জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়

- শিক্ষা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম
- চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধ শিক্ষার উপর জোর

৩.৪ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন

- যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ
- শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণামনস্কতা গড়ে তোলা

৩.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন

- রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কমানো
- শিক্ষাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা

---

৪. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা (Concept of Rural University)

রাধাকৃষ্ণন কমিশনের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**।

৪.১ ধারণার পটভূমি

- ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে
- প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় শহরকেন্দ্রিক
- গ্রামীণ সমাজের চাহিদা উপেক্ষিত

☞ তাই কমিশন মনে করেছিল, উচ্চশিক্ষাকে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন।

৪.২ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য উপযোগী শিক্ষা প্রদান
- কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন
- শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের সমস্যা সমাধান

৪.৩ পাঠক্রম ও কার্যক্রম

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

- কৃষি ও গ্রামীণ প্রযুক্তি
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- গ্রামীণ সমাজবিদ্যা
- কুটির ও হস্তশিল্প
- স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক গবেষণা

☞ শিক্ষা হবে **তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়**।

৪.৪ শিক্ষা ও সমাজের সংযোগ

- বিশ্ববিদ্যালয় হবে গ্রামীণ সমাজের অংশ
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষক গ্রামে কাজ করবে
- গবেষণা হবে সমাজের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে

---

৫. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ (সংক্ষেপে)

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে গবেষণাভিত্তিক করা
- সাধারণ শিক্ষা (General Education) চালু
- বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সমন্বয়
- মাতৃভাষা ও ইংরেজি—উভয়ের গুরুত্ব
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি

---

৬. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের গুরুত্ব

- স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার দিকনির্দেশ নির্ধারণ
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণা জোরদার
- শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের যোগসূত্র স্থাপন
- গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার মাধ্যমে শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ

---

৭. সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা

- গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বাস্তবে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি
- আর্থিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা
- শহরকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার আধিপত্য বজায় থাকে

তবুও চিন্তাগত দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৮. উপসংহার (Conclusion)

রাধাকৃষ্ণন কমিশন স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান, নৈতিকতা ও জাতীয় উন্নয়নের সমন্বয় সাধন। বিশেষ করে **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা** উচ্চশিক্ষাকে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে যুক্ত করার এক প্রগতিশীল চিন্তা হিসেবে আজও প্রাসঙ্গিক।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।
2. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কী বোঝো? এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
3. স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষায় রাধাকৃষ্ণন কমিশনের অবদান মূল্যায়ন করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad / Long Answer (১০–১৫ নম্বর)** হিসেবে ধরে
বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর প্রদান করা হলো—

---

১. রাধাকৃষ্ণন কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর :
স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও জাতীয় চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮–৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণন কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ভারতের জন্য একটি আধুনিক, মূল্যবোধসম্পন্ন ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রথমত, কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল **উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন**। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে কেবল ডিগ্রিপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও সৃজনশীল চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও **জাতি গঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক** স্থাপনের কথা বলা হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা কমিশন উল্লেখ করে।

তৃতীয়ত, কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের** গুরুত্ব স্বীকার করে। শিক্ষাকে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এছাড়া কমিশন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই

সকল উদ্দেশ্যের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণন কমিশন স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার একটি সুসংহত ও মানবিক রূপরেখা প্রদান করে।

---

২. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কী বোঝো? এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন এক ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা সরাসরি গ্রামীণ সমাজের চাহিদা, সমস্যা ও উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। রাধাকৃষ্ণন কমিশন এই ধারণা প্রস্তাব করে, কারণ ভারতের বৃহৎ অংশের জনগণ গ্রামে বসবাস করলেও প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলত শহরকেন্দ্রিক ছিল।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল **গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য উপযোগী শিক্ষা প্রদান**। কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ—এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। শিক্ষা হবে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক ও সমস্যাভিত্তিক।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল **শিক্ষা ও সমাজের সংযোগ স্থাপন**। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গ্রামে কাজ করবে, গ্রামীণ সমস্যার উপর গবেষণা করবে এবং সেই গবেষণার ফলাফল সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব এইখানে যে এটি উচ্চশিক্ষাকে শহরকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। যদিও বাস্তবে এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি, তবুও শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে এর তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৩. স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষায় রাধাকৃষ্ণন কমিশনের অবদান মূল্যায়ন করো।

উত্তর :
রাধাকৃষ্ণন কমিশন স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার দিকনির্দেশ নির্ধারণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এই কমিশনের সুপারিশগুলি স্বাধীনতার পরবর্তী শিক্ষানীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারণ**। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং শিক্ষাদান, গবেষণা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের কেন্দ্র হিসেবে দেখার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো **বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন**–এর উপর জোর। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে শিক্ষাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সুপারিশ আধুনিক উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার মাধ্যমে কমিশন উচ্চশিক্ষাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার পথ দেখায়। এছাড়া সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান–মানববিদ্যার সমন্বয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে কমিশন একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাদর্শন উপস্থাপন করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশগুলি স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বৌদ্ধিক ও নৈতিক ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং আজও শিক্ষানীতির আলোচনায় তা প্রাসঙ্গিক।